LARAAI

(SELECTED RHYMES FOR ADULTS ONLY)

COMPOSED BY
DEWAN ABDUL BASET

PUBLISHED BY

Marupalash (Boipotro) GROUP OF PUBLICATIONS
DHAKA, BANGLADESH

FIRST EDITION
BOIPOTRO GROUP, DHAKA
NATIONAL BOOK FAIR, BANGLA ACADEMY
DHAKA, BANGLADESH
FEBRUARY 2002

INTERNET EDITION
SHIPON
SEPTEMBER 2002

COMPUTER COMPOSED BY:
LUBNA BASET BRISHTI

contact with writer
E-MAIL: marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com

লড়াই

দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রথম প্রকাশ
বৃষ্টি নদী বৈশাখী
বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলা বাজার,ঢাকা
বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০০২
ঢাকা, বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় ইন্টারনেট সংস্করণ
শিপন
সেপ্টেম্বর-২০০২

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ / অলংকরণ

কম্পিউটার কম্পোজ
লুবনা বাসেত বৃষ্টি

মূল্য
ত্রিশ টাকা (৩০.০০)
বিদেশে তিন (৩) মার্কিন ডলার

মরুপলাশ
ঢাকা / রিয়াদ

লড়াই

দেওয়ান আবদুল বাসেত

উৎসর্গ

আমার তিনজন প্রিয় শিক্ষক- যাঁদের কাছে আমি আমৃত্যু ঋণী

অধ্যাপক হেলাল উদ্দীন আহমদ
কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারী বিশ্ব বিদ্যালয়,কলেজ।

বাবু জীবন কানাই চক্রবর্তী
জনাব ফিরোজ আহমদ
চাঁদপুর গনি মডেল(বহুমুখী) হাই স্কুল।

পর্দার আড়ালে থেকেই যিনি আমার সাহিত্য প্রকাশে সাহস ও প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন। সাহিত্যের অকৃত্তিম বন্ধু, সাহিত্যস্বজন আনোয়ার হোসেন শিপন।

-লেখক
রিয়াদ, সউদী আরব
১৫সেপ্টেম্বর ২০০২

সুপ্রিয় পাঠক,
ছড়া গ্রন্থটি পড়ার পর আপনার মতামত সরাসরি ছড়াকারকে জানালে বড়ই উপকৃত হবো। তাহলে আপনার মতামত/আলোচনা/সমালোচনা বাংলায় কম্পোজ করে শুধুমাত্র এটাস্‌মেন্টস করে নিম্নলিখিত ই-মেইলে ক্লিক্ করুন। ইংরেজীতেও লিখতে পারেন। আমরা তা মরুপলাশ সাহিত্য পত্রিকার মতামত কলামে প্রকাশ করবো। তা হলে আর ভাবনা কি ? এখনই আপনার ই-মেইল ঠিকানা সহ লিখুন। আপনার ই-মেইলে নিয়মিত ফ্রি কপি প্রেরণ করা হবে।

ই-মেইল : marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com

লড়াই

লড়াই লড়াই শব্দ শুনে
উঠতো জ্বলে পিত্ত,
কিন্তু হালে জীবন নিয়ে
চলছে লড়াই নিত্য !

চাইনা লড়াই চাপলো ঘাড়ে
একাত্তুরের দিনে ,
লড়াই করে দেশটি পেলাম
রক্ত দিয়ে কিনে !

(২)

তখন হতে জীবন মোদের
লকর-ঝকর মুড়ির টিন,
নেতা-ফেতা কূটনীতিবিদ
চিনতে থাকি দিনকে দিন !

(৩)

তিনটি দশক ধরে -
পেলাম আহা কত্তো কিছু
আমরা 'সবর' করে ।

কত্তো পুরুষ কৃতি পেলাম
অপসংস্কৃতি পেলাম
আমদানি সব 'ফ্যাশন' পেলাম
সঙ্গে নতুন 'ন্যাশন' পেলাম

'তন্ত্রগুরুর গন্ধ পেলাম
হে হে যতো অন্ধ পেলাম
কথ্য পেলাম
লেখ্য পেলাম
ধর্ম নিরপেক্ষ পেলাম !

(৪)

লক্ষ নেতার ভাষণ পেলাম
শকুন রাজের শাসন পেলাম
মধ্যযুগের মোল্লা পেলাম
গোল্লাছুটের খোল্লা পেলাম !

বিদেশ হতে 'ডলার' পেলাম
সঙ্গে সাথী 'ট্রলার' পেলাম
শর্ত পেলাম
গর্ত পেলাম
পেলাম শাড়ি-চুড়ি ;
কোন্ বেকুবে বলছে এদেশ
'তলাবিহীন' ঝুড়ি ?!

আরো পেলাম কয়টি মানুষ
যারা একাই একশো'-
দিয়েই গেলাম সেলাম সেলাম
সঙ্গে দিলাম টেক্সো !!

(৫)

সবুজ সেনার কান্ড দেখি
খালি খালি ভান্ড দেখি
সুস্বাদু হয় ডালের বড়া
রাস্তা-ঘাটে হাজার মরা !

রাক্ষুসী ওই অভাব
বদ্‌লে দিলো স্বভাব !

আমরা সবে হয়ে গেলাম
চাচা আপন বাঁচা ,
আস্তাকুঁড়ে থাকলো পড়ে
মানবতার খাঁচা !!

(৬)

বাড়ছে লোভের লড়াই
সেরা সেরা ব্যক্তিগুলো
আমরা শূলে চড়াই !!

নীল হরিণের মাংস খেতে
স্বাদ জেগেছে মশাই,
ধরতে তাদের কষ্ট অতি
ক্ষিপ্র ওদের পষ্ট গতি!

তাইতো খাঁচার হরিণ বুকে
চাক্কু-ছুরি বসাই
আমরা জবর কসাই !!

(৭)

পালাবদল চলতে থাকে
গদি খানা টলতে থাকে
ইতিহাসের কানটি ধরে
কেউবা আবার মল্‌তে থাকে !

কেউবা বানায় নিজকে সেরা
রাতারাতি 'হিরো' !
বাঘের পিঠে টাগটি দেখে
আমরা হলাম ভীরু !!

(৮)

আমরা যখন ভীরু
ধর্ম নিয়ে এগোয় তারা
কর্মে যারা 'জিরো' !

ধর্ম নিয়ে হাটতে জানে
কর্ম দলে বাটতে জানে
পক্ষে তাদের থাকলে ভালো,
নইলে চোখে আঁধার কালো !

ওরা সবাই 'ক্যাডার' সেনা
পায়ের রগও কাটতে জানে
পেতে আবার একটু ছায়া
দাদার পায়েও চাট্‌তে জানে ।!

(৯)

তেরো কোটির বাংলাদেশে
মুক্তি সেনা কারা?
বলতে পারো কারা ?
-ধার-দেনা আর ভিক্ষা করে
আজকে বাঁচে যাঁরা !!

তাই যদি হয় এঁদের দশা
তাগ্‌ড়া ওরা কারা ?
কারা তারা কারা ?
স্বাধীনতা চায়নি যারা
আজকে সবল তারা ।

(১০)

কাজটা যাদের রক্ষা করা
তারাই ঘাতক কাঁটা ,
তাদের হাতে 'বনি আদম'
হচ্ছে বলির পাঁঠা !!

দেশের মালিক পাবলিকেরা
নিন্দে নিধন নীতি ,
চাকর-বাকর গাইছে তবু
আপন লাভের গীতি ।

(১১)

পথ্-কলিদের মামা এসে
থাকলো বসে কাঁধে,
'প্রেসার কুকার' দিয়ে মোদের
নয়টি বছর রাঁধে !!

পাবলিক হলো পর,
উঠলো ভীষন ঝড়!
এক্কেবারে পৌছে গেলো
মামায় 'ছিরিঘর' !

(১২)

ওঠ্‌তে উপর লড়াই চলে
গর্ব এবং বড়াই চলে,
লবিং চলে
মালিশ চলে
কড়ু-কড়া নোট পালিশ চলে ।

নোটের বলে কেউবা ওঠে
নোটের পিছে কেউবা ছোটে,

লড়াই চলে উঁচু-নিচু
করতে সমান সকল কিছু ।

মাসী-পিসির চুলো-চুলি
বিপজ্জনক লড়াই,
যখন-তখন ঘরটি হবে
তপ্ত তেলের কড়াই !!

(১৩)

কৃষক যারা ক্ষেত-খামারে
সোনার ফসল ফলায়,
পায়নি সঠিক দামটি তারা
ঋনের ফাঁসি গলায় !

ঋন-খেলাপি দাদা আছে
নামটি বলায় বাঁধা আছে !?
এরাই শুধু দেশকে বানায়
নিঃস্ব এবং ফতুর ,
নেংটি ইঁদুর ছানার মতো
এরা বড়োই চতুর !!

(১৪)

চায় এগোতে দেশটি যখন
ধর্মঘটের বাঁধা,
আমরা কেবল মায়ের মুখে
ছুঁড়তে থাকি কাদা !

আমার তোমার ভাগ্য নিয়ে
কেউ করে না লড়াই,
আমরা তবু তাদের নিয়ে
করতে থাকি বড়াই ।

(১৫)

জন্ম নিয়ে ত্রাস,
মারলো সবুজ ঘাস !
দিকে দিকে পড়তে থাকে
কত্তো খোকার লাশ !

করতে দখল 'হল'
চলতে থাকে বল্ ,
আসতে থাকে গুলী!
উড়ছে মাথার খুলী!!
কান্ড দেখে মাতাপিতার
ঝরছে আঁখিজল,
আসবে কবে আলো-হাওয়া
স্নিগ্ধ সুশীতল !?

(১৬)

নিরাপদে রাখবে যারা
ভাই-ভাতিজি ডাকবে যারা,
করছে তারা কি-কী ?
ছিঃ ছিঃ ছিঃ
তাদের আশায় গুড়ে বালি
পান্তা-ভাতে ঘি !

(১৭)

লড়াই করি 'ন্যাশন' নিয়ে,
আমদানি সব 'ফ্যাশন' নিয়ে;
বাঙালি না বাংলাদেশী
লড়াই করে গেলাম
আমরা শুধু দাদার পায়ে
সেলাম করি সেলাম ।

তিনটি দশক পরেও মোরা
দো'টানাতে ভুগি,
বলবে কী কেউ সুস্থ মোরা
আমাশয়ের রুগী !

(১৮)

হামবড়া ভাব ছলে-বলে
টেড়া চোখে বলেই চলে-
'আমার আছে অনেক টাকা
তোমার বাপের আমি কাকা !

'ব্যাংক-ব্যালেন্স'ও সোনার চাকা,
ফ্লাট-বাড়ি ও আছে ঢাকা
ডক্টরেট ও নামের পিছে
থাকবে সবে আমার নিচে ;

আমার লেখা , আমার কথা
মানতে তোমার হবে,
বিশেষণের মাল্য দিয়ে
ডাকবে মোরে সবে ।

কেউ কী বলি ? -আমি বাপু
কিচ্ছু আজো নই ,
আদৌ আমার হয়নি পড়া
পাঁচটি ছড়ার বই ।

(১৯)

শক্ত যাহার মুঠি,
তার কথাতে নাচতে থাকে
শোল,বোয়াল আর পুঁটি ।

গদির কাছে মনটি নত
থাক্ না সা'বের যতোই ক্ষত ;
প্রতিষ্ঠিত করতে তাকে
চলবে কলম লড়াই,
আমরা যারা চুনোপুঁটি
ডরাই কেবল ডরাই ।

(২০)

শক্ত যাহার মুঠি নেই,
তার জীবনে ছুটি নেই
কই, মাগুর আর পুঁটি নেই
ভাগ্যে তাহার রুটি নেই !

তাদের গায়ে গন্ধ ঘামের
চৈতী ফুলের গন্ধ নেই,
দিব্য রোদে অন্ধ তারা
ক্ষুধার মনে ছন্দ নেই !

চালের হাড়ি শূন্য হলে
গিন্নী গরম কড়াই ,
রক্ষে কী আর মিলবে তখন
চলবে ভীষণ লড়াই !

(২১)

আত্মপ্রবঞ্চনা করি,
নিজের সঙ্গে নিজেই লড়ি
বেহুদা সব গল্প করি
বেশী লেখি অল্প পড়ি ;

তাইতো দেখি বাক্যগুলো
শুক্‌নো চিড়ে-মুরি,
পাটালি গুড় পাইনি বলে
খাচ্ছি ডালের পুরি !!

(২২)

আমরা আজও লড়াই করি
তুচ্ছ গাছের বেল্ ,
পশ্চিমারা লড়ছে দ্যাখো
লুট্‌তে খনির তেল ।
লড়ছে ওরা বিশেষ জ্ঞানে
নতুন গ্রহ খুঁজে ,
আমরা আজো কিস্‌সা শুনি
চক্ষু দু'টি বুজে (!?)

রাঘব বোয়াল

গোলা ভরা ধান ছিলো
মুখে মুখে গান ছিলো
ঘরে ঘরে সুখ ছিলো
হাসি-খুশি মুখ ছিলো
ফল-ফলাদির গাছ ছিলো
পুকুর ভরা মাছ ছিলো
ছিলো গরু গোয়ালে-
সব কিছু আজ গিল্‌ছে ধীরে
দেশের রাঘব বোয়ালে !!

জন্মভূমি

এই দেশ এই জন্মভূমি
তোমার আমার বাস,
চলনা এবার করতে শিখি
ভালো বীজের চাষ ।

বড়শি লাগাও

হায় ! পুকুরের চুনো পুটি
করলো সাবাড় কারা ?
বলতে পারো কারা ?
-পিতার কাছে মস্ত বড়ো
পেটটি পেলো যারা !

বংশ মাছের ধ্বংস করে
দিচ্ছে পানি ঘোলায়ে ,
তুলতুলে ওই শরীরখানা
চলছে মিয়া দোলায়ে ।

'হক্' মেরেছে আমার তোমার
যেইনা শালার বোয়ালে,
শক্ত করে বড়শি লাগাও
সেই বোয়ালের চোয়ালে ।।

কেউ বলে

কেউ বলে, এ দেশটি নাকি
আমার তোমার বা'জানের !
চাঁন-তারাদের প্রেমিক বলে-
'দেশটি শুধু আযানের' !
একাত্তুরের 'নাপাক' সেনা
ইচ্ছেমতো যা করে,
প্রেমিক বলে-ওসব 'নাথিং'
আমরা থাকি হা করে !!

কেউ বলে-'মোর খসম মিয়া
দেশটি আনে কিন্না,
জিন্না মিয়ার মতোই তারে
নামটি সেরা দিন্ না !

কেউ বলে-'হায়! একটি দশক
দেশকে কতো দিলাম,
দেশটি জুড়ে আমিই একা
মস্ত 'হীরু' ছিলাম !
সর্বশেষে 'ছিরিঘর' এ
নামটি হলো নিলাম'!

এদের কথা শুনে-টুনে
আসছে মনে ঘিন্না,
দিনে দিনে সব ব্যাটারে
আমরা গেছি চিন্না ।
কেউ বলে না সোজা কথা
কেউ বলে না হাছা
'মওকা' পেলে দেখাই মোরা
অন্যকে পীঠ-পাছা !

দেশটি যখন এগোতে চায়
আমরা টানি পিছে,
স্বাধীন দেশে সুযোগ পেলাম
বলতে হাজার মিছে !
বলছে ওরা একের কথা
দশকে থাকে ভুলে,
আমরা দশে হিসেব নেবো
এবার চুলে চুলে !।

হিস্‌সা

খুব ঠকেছো ?
ঠকতে থাকো
বোঝতে পেরে ভাগ্য ডাকো !

থাকলে সাহস
জাগতে থাকো
ইচ্ছে জাগাও ইচ্ছা-
আর শোনেতো কাম হবে না
জরিনাদের কিস্‌সা ,
সূর্য হতে নাও কেড়ে নাও
আপন যতো হিস্‌সা ! ।

গাল্‌ফ ক্রাইসেস্‌'৯০

তখন নব্বুই সাল ছিলো
রক্তে মিছিল লাল ছিলো,
পাক,ভারত আর বাংলাদেশে
দল-বদলের কাল ছিলো !!

মার্কিনীদের চাল্‌ ছিলো
আরবদেরও তাল ছিলো,
কুয়েত নিয়ে বাঁধবে লড়াই
এম্‌নি তখন হাল ছিলো !!

ধমক-টমক চলছিলো
ক্ষুন্ন মনোবল ছিলো,
ইরাক নেতার গ্যাসের ভয়ে
পুরো আরব টল্‌ছিলো !!

(সেপ্টেম্বর'৯০ রিয়াদ)

গাল্‌ফ ওয়ার '৯১

একানব্বুই সাল দেখো
আরব জাতির হাল্‌ দেখো
ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ করে
রক্তে মাটি লাল দেখো!

মার্কিনীদের খেল্‌ দেখো
সাগর জলে তেল দেখো
আরব উপসাগর ভরা
লক্ষ বুলেট-শেল্‌ দেখো !!

(ফেব্রুয়ারী'৯১ রিয়াদ)

সেকাল-একাল

স্বপ্ন সুখের কাল দেখেছি,
দাদার গায়ের শাল দেখেছি,
মুগ, মশুরের ডাল দেখেছি
ধানের ক্ষেতের আল দেখেছি ।

শিউলি ঝরা ভোর দেখেছি,
চর দখলের জোর দেখেছি,
বন্যা-খরা-ঝড় দেখেছি
লক্ষ দুখীর ঘর দেখেছি ।

দেখছি এবার নতুন করে
কত্তো শতো পাঁয়তারা,
মায়ের বুকের দুগ্ধ খেয়ে
গানটি মাসীর গায় যারা !।

অসময়ের ছড়া'৯৫

দু'দিকে দুই 'তন্ত্রগুরু
দিচ্ছে চুলে টান,
ছাড়ছে কথার বান,
পাটা-পুতার ঘষায় মোদের
হায়রে! গেলো জান্ !
কেম্নে রাখি মান (!?)

(২)

রাজনীতিতে ভাষণ দিয়ে
মঞ্চ যারা কাঁপান,
যারা শ্লোগান, ব্যানার নিয়ে
দেশ-জনতা নাচান;
তারা এবার দয়া করে
পর্বাসীদের বাঁচান
বিদেশ বড়ো দুঃখে আছি
বাইন্ধা বুকে পাষাণ !

(৩)

ডানের বামের যুদ্ধ খেলা
বাদ-প্রতিবাদ চলছে মেলা
দুই রেফারি মাঝে
ব্যস্ত ভীষণ কাজে
বাঁশি কেবল ফুঁকান
খাঁড়া রাখেন দু'কান
কেউ মানে না কারো কথা
বেশ জমেছে বেশ,
'যে যাই বলো আমার কথাই
প্রথম এবং শেষ।'

.....
.....